Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.210-216
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাণীদের নৈতিক মর্যাদা ও বেঁচে থাকার অধিকার

ড. মৃণাল কান্তি সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিধাননগর কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

This article delves into the intricate discourse surrounding the moral dignity and right to life of animals, exploring philosophical, ethical, and legal perspectives. The recognition of animals as sentient beings capable of experiencing pain and pleasure challenges traditional anthropocentric views and compels a reevaluation of their moral status. Drawing on the works of prominent ethicists such as Peter Singer and Tom Regan, the article examines arguments for extending moral consideration to animals, emphasizing the principles of equality and non-discrimination. It also scrutinizes existing legal frameworks and animal welfare laws, highlighting gaps and proposing reforms aimed at better protecting animal rights. The concept of moral dignity is discussed in relation to intrinsic value and the capacity for a flourishing life, arguing for a shift towards a more compassionate and respectful coexistence with non-human animals. Through a comprehensive analysis, this article advocates for a paradigm shift that recognizes and upholds the moral dignity and right to life of animals, ultimately contributing to a more just and ethical society.

Keywords: Moral dignity, Right to life, Liberation, Animal welfare.

ভূমিকা: প্রকৃতি এক অপরূপ সৌন্দর্যের সমাহার। প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আরও অনেক কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পাই। প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ, প্রকৃতি মানুষের সৃষ্টি নয়। কিন্তু প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষই প্রকৃতির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতিতে মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু, পশুপাখি, প্রাণী, উদ্ভিদ একসাথে সহবস্থান করছে এক পরিবার হিসেবে, একে আমরা বলি বাস্তুসংস্থান বা 'Eco-System'। মানুষ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও এই একই Eco-System -এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি হল মানবকেন্দ্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক সবই মানুষকে কেন্দ্র করে। নীতিবিদ্যা মানেই মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো মন্দের শুধু মূল্য নির্ধারণ করা নয়। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচনার পরিসর অনেক ব্যাপক। বাস্তব পরিস্থিতির উপর ব্যাখ্যা করে কোনো কিছুর ভাল মন্দের ব্যাখ্যা করা হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে কোনো কাজকে মন্দ বা অনৈতিক বলা হলেও পরিস্থিতি বিচার করে ওই একই কাজটি ভালো বা নৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বহুল চর্চিত বিষয় হল প্রাণীহত্যা। এই পৃথিবীতে আমরা যদিও নানা প্রকার জীবজন্তু দেখতে পাই, কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে, প্রাণীদের সংখ্যা ক্রমশঃ সীমিত হয়ে আসছে। এর কারণ কি? আমরা দেখতে পাই যে,আমেরিকার একটি পরীক্ষানাগরে প্রতিদিন প্রায় ১০০ বিলিয়ন প্রাণী ব্যবহার করা হচ্ছে গবেষণার ক্ষেত্রেও কাজে। আবার খাদ্য হিসেবে আমরা প্রতিনিয়ত নিধন করছি অসংখ্য প্রাণীকুল কে। এছাড়াও পরীক্ষানাগারে রোগ ও ওষুধ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বিপুল সংখ্যক প্রাণীকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে - প্রাণীদের প্রতি আমাদের এ আচরণ কি নৈতিক হচ্ছে? আমাদের মনে হয় একেবারেই এটা নৈতিক কাজ নয়, এই পৃথিবীতে সমস্ত জীবের সমান অধিকার আছে, সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে, প্রাণী অধিকার হলো সেই অধিকার যা প্রাণীদের নৈতিক মূল্যবোধ, তাদের অস্তিত্বের জন্য তাদের সুরক্ষার জন্য অধিকার দেওয়া উচিত আমাদের মানুষের মতোই।

যেকোনো হত্যা নিন্দনীয়- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে মানব হত্যাই হোক আর অমানব প্রাণী হত্যাই হোক। মানুষের হত্যা কে যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনি প্রাণী হত্যাকেও আমরা নৈতিক ভাবে সমর্থন করতে পারিনা। মানুষের প্রতি আমাদের যে নৈতিক কর্তব্য আছে, তেমনি প্রাণীকুলের প্রতিও আমাদের নৈতিক কর্তব্য আছে । প্রাণীদেরও যে মর্যাদা আছে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে তা চিন্তা করার একটা অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে। ব্যাবহারিক নীতিবিদ্যায় এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে - নীতিবিদ্যা মানে মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করার কথা বলে, কিন্তু কেন আমরা অমানব প্রাণীদের কথা ভাবতে যাচ্ছি? - এর উত্তরে বলা যায়, প্রকৃতি মানে শুধু মানুষ নয়, অমানব প্রকৃতির অন্যতম অংশ।প্রাণীকুলও আমাদের নীতিবিবেচনার আলোচ্য বিষয় হতে পারে। মানুষ হলো বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব, আমাদের যে নৈতিক অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার এগুলো যেমন ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে, তেমনি ৫১(এ) ধারায় প্রাণীদেরও যে মর্যাদা আছে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে তা বলা হয়েছে। অনেকে বলতে পারেন, অমানব প্রাণীরা তো আর ব্যাক্তি নয়,এদের মানুষের মত চিন্তাশক্তি নেই,বুদ্ধি নেই,ভবিষ্যত পরিকল্পনা নেই,অতএব এদের হত্যা করলে অনৈতিক কিছু হবে না । এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করব।

অমানব প্রাণীরা কি ব্যক্তি হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার ব্যক্তির লক্ষণ কি?

ব্যক্তির লক্ষণ হল - চিন্তন সামর্থ্য,আত্মসচেতনতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, স্মৃতি সংরক্ষণ। মানুষের এসব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য নরহত্যা অন্যায় কাজ। এখন প্রশ্ন হল পশুদেরও কি এইসব বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ মানুষের মতো পশুদেরও কি ব্যক্তি বলা যাবে ? যদি পশুদেরও চিন্তন সামর্থ্য ইত্যাদি থাকে, যদি তারা অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা নিয়ে সচেতন থাকে তাহলে নরহত্যার মত পশুহত্যা কেও অন্যায় বলতে হবে। কাজেই প্রশ্ন হল, পশুদের কি আত্ম সচেতন প্রাণী বলা যায়? আমরা সাধারণত মনে করি যে ভাষা হল ভাব বা চিন্তার বাহন। ভাষার ব্যবহার না থাকলেও চিন্তা থাকতে পারেনা। মানুষের ভাষা আছে তাই চিন্তা সামর্থ্য আছে, পশুদের ভাষা নেই বলে এই হেতু বাক্য থেকে পশুদের চিন্তা সামর্থ্য নেই,এমন সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করা যায় না। পশুরাও কখনোও কখনোও ভাষা বোঝে ,একটি গৃহপালিত কুকুর তার প্রভুর ভাষা

বোঝে।আমরা একথা জোর দিয়ে কখনোই বলতে পারিনা যে,সব মানুষ সব ভাষা বোঝে। তাই আমরা বলতে পারি অমানব প্রাণী ব্যাক্তি হতে পারে।

সম্প্রতি নানাভাবে চেষ্টা করে বানর জাতীয় প্রাণী কে 'আমেরিকার প্রতীক ভাষা' শিক্ষা দিয়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, অন্ততপক্ষে কিছু মানবেতর প্রাণী আত্ম সচেতন। মানুষের মতো ভাষার প্রয়োগের সামর্থ্য না থাকলেও পশুদের অনেক প্রজাতি আত্ম সচেতন জীব, যারা অতীতের ঘটনা স্মরণ করতে পারে। ব্যক্তির লক্ষণ অনুসারে এইসব পশুকে ব্যক্তি বললে তা অসঙ্গত হবেনা।

অমানব ব্যক্তিদের হত্যা কি নৈতিক?

অমানব-প্রাণী যদি ব্যক্তি হয়, তাহলে তাদের জীবনের অনুরূপ মূল্য থাকবে। আমরা যদি অগ্রাধিকার উপযোগবাদের ভিত্তিতে মানব ব্যক্তির জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য আরোপ করি, তাহলে বেঁচে থাকার কামনার সামর্থ্য থেকে উদ্বুদ্ধ জীবনের প্রতি অধিকার, স্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রদ্ধা ইত্যাদি যুক্তি গুলো অমানব ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে। মানুষকে 'ব্যক্তি' (চিন্তাশীল জীব, যে আত্মসচেতন অতীতের ঘটনা মনে রাখতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য অনেক পরিকল্পনা করতে পারে) - এই অর্থে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে নরহত্যা অন্যায় বা অনৈতিক। যেসব পশুকে 'ব্যক্তি' রূপে গণ্য করা যায়, সেইসব ক্ষেত্রে পশু হত্যাও অন্যায় রূপে গণ্য হবে। ব্যাক্তির লক্ষন বলতে যা আমরা বুঝেছি, জেনেছি তা সব মানুষের মধ্যে সমান ভাবে থাকে না, এমনকি জন্মসূত্রে বিকলাঙ্গ মস্তিষ্ক শিশুকে বা জড়ধী সম্পন্ন মানুষকে এই অর্থে ব্যক্তি বলা সঙ্গত হবে না।' কেননা মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের দুর্বলতার জন্য তার চিন্তাশক্তি প্রকাশ পাবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তথাপি আমাদের সমাজে এদের হত্যা করা অন্যায়। আবার শিম্পাঞ্জি,বানর প্রভৃতি জাতীয় পশুকে 'ব্যক্তি' বলা গেলেও আমাদের সমাজে এইসব পশু হত্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যায় নয়। কিন্তু ব্যক্তির লক্ষণ যুক্ত প্রাণীহত্যাকেই যদি অনুচিত বলা হয় তাহলে এটা বলতে হবে যে ক্ষীণ মস্তিষ্ক নরহত্যা অপেক্ষা শিম্পাঞ্জি হত্যা অনেক বেশি অন্যায়, অনুচিত কর্ম।

জীব নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার এমন একটি শাখা যার প্রধান কাজই হচ্ছে, নৈতিক নীতিমালার আলোকে ব্যক্তি মানুষ ছাড়াও যে অমানব প্রাণীদের প্রতি যে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং মানব ও অ-মানবের মধ্যে সুষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো পরিস্থিতিতে প্রাণীদের যে হত্যা করা হয় সেখানে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় তা অন্যায় নয় । আমাদের পরিস্থিতির উপর দাড়িয়ে চিন্তা করতে হবে যে, কোন কাজটা উচিত আর কোনটা অনুচিত। মানুষের কল্যাণের জন্য পরীক্ষানাগারে পশুর ব্যবহার অন্যায় নয়। কিন্তু প্রাণীর অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের আচরণ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কারণে অকারণে প্রাণী হত্যা করা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করা উচিত নয়।

আমরা এবার প্রাণী হত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর আলোচনা করব। প্রথমেই প্রাণীহত্যা বিষয়ে বেন্থামের মত নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা যেতে পারে -

১. প্রাণী হত্যা বিষয়ে বেন্থামের দৃষ্টিভঙ্গি: উপযোগবাদীদের মতে সংবেদনশীল প্রাণীর জীবনের লক্ষ্যই হল - সুখ বা আনন্দ লাভ করা। মানুষ প্রতিটি কাজের মূল্য নির্ধারণ করে তার পরিনামের ভিত্তিতে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজটি কত পরিমাণে সুখ বা আনন্দ উৎপাদনে সক্ষম তার নিরিখে কাজটির যৌক্তিকতা বা

নৈতিকতা মানুষ বিচার করে। যে কাজটি সর্বাধিক এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ উৎপাদনে সক্ষম, সেই কাজটি তত বেশি গ্রহণযোগ্য। এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে আমরা পাই জেরিমি বেন্থাম কে, যিনি আজ থেকে প্রায় দুশো একুশ বছর আগে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে কেউ দুঃখ কষ্ট পায় কিনা, তার দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারি কিনা এটাই নৈতিকতার বিবেচ্য। বেন্থাম কে প্রথমদিকের পশু অধিকারের একজন প্রবক্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বেন্থাম স্পষ্ট করেছেন প্রাণীকে খাবারের জন্য বা মানুষের জীবন রক্ষার জন্য হত্যা করা যেতে পারে তবে শর্ত থাকে যে, প্রাণীটিকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে কষ্ট না দেওয়া। বেন্থাম প্রাণীদের ওপর চিকিৎসা পরীক্ষায় আপত্তি করেনি এই শর্তে যে পরীক্ষা গুলি মানবতার উপকারের একটি বিশেষ লক্ষ্য মাথায় রেখেছিলেন। এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের এই যুক্তিসঙ্গত সুযোগ ছিল। তিনি লিখেছিলেন যে অন্যথায় প্রাণীদের ব্যথা দেওয়ার জন্য তার একটি 'নির্ধারিত এবং অদম্য আপত্তি ' ছিল কারণ এই ধরনের অভ্যাস মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রাণী হত্যা প্রসঙ্গে বেন্থামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পরে আমরা টম রেগানের প্রাণীহত্যা সম্পর্কীয় মতবাদটি আলোচনা করব:

২. টম রেগানের প্রাণী হত্যা সম্পর্কীয় নিষ্ঠুরতা দয়া মতবাদ: টম রেগান তাঁর 'The Case for Animal Rights' (1983) গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, মানুষ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তিনি বলেন, প্রাণীদের ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ব্যতীত বাকি সকল অনুভূতি বর্তমান তাই প্রত্যেকটা প্রাণীর স্বকীয় মূল্য আছে। আর পশুরা মানুষের মত প্রতিবাদ করতে পারে না বলে তাদের হত্যা করা যায় এ ভাবনা অনৈতিক। রেগান উপযোগবাদী ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন প্রাণীর স্বার্থকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন মানুষের সুখের জন্য প্রাণীকে ব্যবহার করা তার ন্যূনতম মর্যাদাকে অসম্মান করার নামান্তর। তিনি মনে করেন প্রাণীদের বেদনাহীনভাবে হত্যা করা, প্রাণীদের মানুষের খাদ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। রেগান নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপরে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন

১. প্রাণীর অধিকার মানবাধিকার আন্দোলনের বিরোধী নয়. যে ধরনের যুক্তি বিচার মানবাধিকারের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেই একই যুক্তিবিচার প্রানীর অধিকার তত্ত্বকে প্রতিপাদন করে।

২. বিভিন্ন পরীক্ষাগারে জীবন অনুভকারী বিষয়ী সত্বপ্রাণীর ব্যবহার তা বন্ধ হওয়া দরকার। প্রাণীরা আমাদের পরীক্ষাগারে গবেষণার বিষয় নয়, আমরা তাদের প্রভু নই। এসব প্রাণীদের সহিত অধিকাংশ মানুষ চিরাচরিত যে রূপ আচরণ করে থাকে তাতে তাদের স্বচ্ছন্দে নিজের মতো করে বাঁচার ন্যূনতম অধিকার লঙ্ঘিত হয়। প্রাণীদের প্রতি এ ধরনের আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়।

টম রেগানের মতবাদ আলোচনার পর আমরা প্রাণী মুক্তি আন্দোলনের আরো এক প্রধানতাত্ত্বিক পিটার সিঙ্গারের মতবাদটি আলোচনা করব।

৩. পিটার সিঙ্গারের স্বার্থের সমবিবেচনা নীতি: প্রাণী-মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম একজন পিটার সিঙ্গার। সিঙ্গারের মতে কোন প্রাণবান সত্তা যদি আঘাত পায় বা কষ্ট পায় তাহলে তার কষ্ট পাওয়ার বিষয়টিকে বিবেচনা করতে অস্বীকার করার মধ্যে কোন নৈতিক যৌক্তিকতা নেই। সেই সত্তা যেমন মানুষও হতে পারে তেমনি প্রাণীও হতে পারে। সিঙ্গার বলেন, অধিকাংশ মানুষ যে প্রাণীর মাংস খায় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রাণী হত্যা করে তা তাদের নৈতিক বিবেচনার ন্যূনতম সার্থককেও

অস্বীকার করে। প্রাণীর অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বার্থের সমানবিবেচনার নীতি অনুসরণের কথা সর্বপ্রথম বলেন পিটার সিঙ্গার তাঁর Animal liberation and practical Ethics গ্রন্থে। তিনি বলেন প্রাণীর অধিকার সংরক্ষণের সময় সমান বিবেচনা প্রাপ্য। আমাদের সকলের উচিত আমাদের নিজেদের জীবনের মত প্রাণীর জীবনকেও মূল্যবান মনে করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে অপ্রয়োজনে ও অকারণে প্রাণীদেরকে দুঃখ কষ্ট না দেওয়া হয়, হত্যা বা নিধন করা না হয়। পিটার সিঙ্গার যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পশুর বাঁচার অধিকার আছে বলে দাবি করেন সেগুলো হল:

১. পশুদের মানুষের মতো বুদ্ধি আছে। যেমন বানর, তিমি, ডলফিন, শিম্পাঞ্জি এরা মানুষের মত সুখ-দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করতে পারে।
২. পশুরা আত্মসচেতন।
৩. পশুরা মানুষের মতো দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে ভালবাসে।
৪. পশুদের অভিপ্রায় ও স্মৃতিশক্তি আছে। তিন চার বছরের শিশুর চেয়েও এদের স্মৃতিশক্তি অনেক প্রখর।
৫. পশুদের মানুষের মত অনুভব করার ক্ষমতা আছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্মণগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে সমস্ত মানবতর প্রাণী আচরণের দিক থেকে ও চিন্তার দিক থেকে মানুষের সমান ও কাছাকাছি তাদের মর্যাদা কে সুরক্ষা করা উচিত।
প্রাণী হত্যা সম্বন্ধীয় পিটার সিঙ্গারের মতবাদটি আলোচনার পরে আমরা উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণী হত্যা নৈতিক নাকি অনৈতিক? - এই বিষয়ে আলোকপাত করবো।

উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীহত্যা কি নৈতিক নাকি অনৈতিক?

উপযোগবাদ অনুসারে বলা হয় যে যে কাজ দুঃখের তুলনায় সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ উৎপন্ন করে সেই কাজই নৈতিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মানুষের স্বার্থে পশুদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে যদি অ-মানব প্রাণীদের ব্যবহার করা হয় এবং তার ফলে দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের আরোগ্য লাভ হয় যা তাদের সুখের পরিমান বৃদ্ধি করে। তবে সর্বাধিকমানুষের জন্য কিছু সংখ্যক প্রাণীর দুঃখ উৎপন্ন হলে তাকে অনৈতিক বলা যায় না।

এবার আমরা প্রাণী হত্যা সম্পর্কে পিটার সিঙ্গারের মতবাদের সাথে বেন্থামের মতবাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখে নেব।

পিটার সিঙ্গারের মতবাদের সাথে বেন্থামের সাদৃশ্য: পিটার সিঙ্গারের সমবিবেচনা মতবাদটি জেরিমি বেন্থামের উপযোগবাদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বেন্থামের স্পষ্ট বক্তব্য হল- দুঃখ কষ্ট অনুভবে সামর্থ্য যাদের আছে তারা প্রত্যেকে সমবিবেচনাযোগ্য। সিঙ্গার বেন্থামের যুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে বলেন, যদি একটা সত্তা কষ্ট ভোগ করে তবে সেই কষ্টভোগকে বিবেচনায় না আনার কোন নৈতিক যুক্তি নেই সিঙ্গারের বক্তব্য হল মানবতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সমবিবেচনা নীতিটা প্রয়োগ করলে মানুষের কোন ক্ষতি হবে না।

উপসংহার: প্রাণীদের নৈতিক মর্যাদা ও তাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রসঙ্গে আমরা প্রাণীমুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতাদর্শ পর্যালোচনা করার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোনোভাবেই মানব হত্যাকে যেমন সমর্থন করতে পারি না, সেইরকম ভাবেই প্রাণী হত্যা কেও আমরা সমর্থন করতে পারি না।প্রকৃতিতে মানুষ ও অমানব প্রাণী একই সাথে সহাবস্থান করে, আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এইসব

প্রাণী নানা ভাবে আমাদের উপকার করে থাকে। কিন্তু মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা এই সকল জীবকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে,এমনকি হত্যা করেও থাকে। কিন্তু মানুষের এইরকম আচরণ কি কাম্য?

প্রাণী হত্যা করা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করা উচিত নয় বলেই আমাদের মনে হয়। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য পশুর উপর নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদিও এই কাজগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে অন্যায় বা অনৈতিক বলে মনে হলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অনৈতিক বলে বিবেচিত হয় না। মানুষের কল্যাণের জন্য পরীক্ষাগারে পশুর ব্যবহার অন্যায় নয়, তবে পরীক্ষাগারে পশুর ব্যবহারের সময় পশুর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। অপরদিকে প্রাণী হত্যা বন্ধ করে দিয়ে মানুষ যদি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে, তার ফলে আমাদের শরীরে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের খাদ্যের জন্য শুধুমাত্র প্রাণীর মাংস ব্যবহার ও দীর্ঘ জীবনের জন্য ডাল ও শাকসবজি আহার করা উচিত।

মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য কোন জীব বা প্রাণীকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া কাম্য নয়। অনেক সময় মানুষ নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য পশু শিকার করেন, এটি একান্তই কাম্য নয়। কোনো প্রাণীকে হত্যা করা, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা মানুষের কাজ হওয়া উচিত নয়, প্রাণীদেরও যে একটা নৈতিক মর্যাদা আছে তাদের যে বেঁচে থাকার অধিকার আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। মানুষের মতো পশুদেরও জীবনে মূল্য আছে তা নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও জীবজন্তু, গাছপালা, শৈবাল, নানা প্রকার উদ্ভিদ এই বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে । ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইলে এবং একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে আমাদের প্রাণীর প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং প্রাণীকে শুধু মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী না করে প্রাণীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা আমাদের ভাবতে হবে।

Bibliography:

Books:

1) *Animal Liberation* (1975, updated editions) - Often considered the founding text of the animal rights movement, this book argues for the ethical treatment of animals based on utilitarian principles.
2) *The Case for Animal Rights* (1983) - Regan presents a deontological argument for animal rights, asserting that animals have inherent value as "subjects-of-a-life."
3) *Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement* (1996) - Francione critiques the animal welfare movement and advocates for a more radical approach to animal rights.
4) *Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation* (2008) - A collection of essays that further explores Francione's abolitionist perspective.
5) *Eating Animals* (2009) - This book examines the ethical, environmental, and health implications of meat consumption, blending personal narrative with investigative journalism.

6) *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights* (2011) - The authors propose a political theory of animal rights that includes citizenship for domesticated animals and sovereignty for wild animals.
7) *A Theory of Justice for Animals: Animal Rights in a Nonideal World* (2013) - Garner explores how principles of justice can be applied to animals within the context of political theory.

Articles and Papers:

1) "All Animals are Equal" (1974) - An influential article that argues for the equal consideration of interests across species.
2) "The Radical Egalitarian Case for Animal Rights" (1989) - Regan presents a case for animal rights based on egalitarian principles.
3) "Animal Rights Theory and Utilitarianism: Relative Normative Guidance" (2003) - A critique of utilitarian approaches to animal ethics.